Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 372 – 386
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নাট্যকার ব্রাত্য বসুর মীরজাফর নাটক : জমকালো কালপ্রবাহে লুক্কায়িত ষড়যন্ত্র

চাঁদ কুমার দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : chandkumarw.b@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

Colonialism, Conspiracy, Traitor, Selfishness, insolvency, Crisis, Protest, Impotent, Libertarianism, Ethnicity, Revenge, Powerless, Dethroned, homosexuality.

Abstract

Bratya Basu a renowned Indian actor, stage director, playwright, film director, professor and politician who has been the Education Minister of West Bengal, achieves the greatness in the history of Bengali theatre-literature. At the very end of the year, there is good news in the culture and theater world of Bengali. A man of letter like him is a pride for our National literary sphere. In December 2021, dramatist Bratya Basu received the "SAHITYA ACADEMY" award for his book 'MIRJAFAR O ANANYA NATAK'. Besides, the young poet Gaurav Chakraborty has received the 'Yuva Sahitya Academy' award this time. For his poetry book 'Sriman Sonnet'. Bratya Basu's award is a great achievement of Bengali theatre literature. The jury board of this year's Sahitya Academy Award included eminent poet Ranjit Dash, essayist Tapodhir Bhattacharya and fiction writer Tridib Chattopadhyay. They chose playwright Bratya Basu. Out of the twenty languages in which the Sahitya Academy Awards have been announced, one more drama book has been awarded apart from Bratya Basu's book. It is for the play 'Samrat Ashoka' written in Hindi by renowned playwright Dayprakash Sinha. Before Bratya Basu, the popular dramatist Buddhadev Basu received the 'Sahitya Academy' award in 1967. For the play 'Tapasvi O Tarangini' based on his mythological story. No doubt a matter of pride. Bratya Basu wrote the famous new play "Mirjafar" in India with the help of history. Under his direction and Kalindi Bratyajan's new production on Sunday, September 23, G. D. First performance at 6:30 PM at Birla Auditorium. The subject of this play is from 1757 to 1764, I,e. an unlit history of seven years after the Battle of Palashi (1757) has been revealed in this play. Not only to shed light on history, but it is as if the simultaneous deconstruction and reconstruction of this history of about two hundred and sixty years ago has taken place in the pen of dramatist Bratya Basu. This play reflects the human instincts- jealousy, hatred, greed, lust, anger and the traits of homosexuality, national consciousness, self-esteem and self-identity are transmitted in the hearts of the people centred on the glory of the motherland. The play 'Mirjafar' created a stir immediately

by his brilliant direction. Traitors Mirjafar Khuda-Iar Lutf Khan and Roy Durlabhra secretly conspired to join hands with Robert Clive for individual interest sacrificing the national honour and Nawab Shirajuddaullah was finally forced to declare a truce I,e. admit defeat. Mirjafar must be called a 'traitor'. But I also want to know if he is the only traitor or not. Who was behind Mirjafar? The playwright wanted to weave these colorful threads in 'Mirjafar'. An agreement was made before Mirjafar with the British but Nawab Mirjafar was unable to supply the huge amount of money demanded by the British. When I saw that Bhande Ma Bhabani, starting from the Nawab's royal servants and sepoys, did not have three months of mine, when Durlavram said that seven hundred chests loaded with gold and silver seals were sent to Calcutta by barge, then Mirjafar regained his senses. Even if Mirjafar got the Nawabi, he did not have the power to exercise real power and ability to establish his dominance. The imperialist powers exploited the rule in this country and smuggled billions of rupees of wealth to England. Due to Mirjafar's policies, the British colonists gradually reduced their dependence on him. The British put Mirjafar powerless on the throne of Bengal. As a result, he became a puppet in the hand of the British. Baiji's dance song in this play clearly indicates the asanglipsa. Homosexuality is here. The main character in this drama is the relationship and conflict between father and son (Mirjafar and Meeran). We are not used to thinking of Mirjafar as he begs for Lutfannisa's love, the widow of Shirajuddaulla, Just as Robert Clive is an important character in this play, Siraj's widow Begum Lutfannisa is an equally important character. Mirjafar and Meeran simultaneously courted Lutfannisa. His image changes when Siraj-Priya thwarts Mirjafar and Meeran's proposal to be Begum. The British successively defeated the Dutch and deposed Mirjafar and placed his son-in-law Mir Kashim on the throne of Bengal. He was the Nawab of Bengal from 1760 to 1763. In 1760, the British installed MirJafar's son-in-law Mir Kashim on the Throne of Bengal within a short period of time due to the conditional, arrears, distrust of the British. He also gained power by giving various conditions to the British. But the son-in-law Mir Kashim was not a man of incompetent and inferior character like Mirjafar. He was an efficient ruler and visionary politician. His independent nature as well as his awareness of public welfare are worth mentioning. In this case, he tried to protect the interests of Bengal in an honorable way with the British and failed. Mir Kashim was always a protester against British exploitation. Mirjafar's debt to the company also fell upon him. After gaining power, he tried to run the administration independently. Mirjafar was disciplined by various realities and intrigues. National consciousness, self-esteem and self-respect are transmitted. He wanted to inculcate a sense of nationalism among the Bengali youth by highlighting the central character of the historical dramas as national heroes. It is really important to recognize the real 'Mirjafar' of the present, whether through history or drama. While the dead Mirjafar is relevant, the living Mirzafar hidden in the current timeline is far more terrifying.

Discussion

সুবিখ্যাত কালজয়ী অসমসাহসী শক্তিশালী নাটককার, নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা, নাট্যকর্মী তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একেবারে বছরের শেষ লগ্নেই সুসংবাদ বাঙালি বাংলার সংস্কৃতি নাট্যজগতে। ২০২১ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার পেলেন নাটককার ব্রাত্য বসু তাঁর 'মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক' বইটির জন্য। পাশাপাশি তরুণ কবি গৌরব চক্রবর্তী এবার 'যুব সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর 'শ্রীমান সনেট' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ব্রাত্য বসুর এই বইটিতে রয়েছে তিনটি নাটক যথাক্রমে 'একদিন আলাদিন' (১৫ই জুন-২৪শে জুন ২০১৭), 'আমি অনুকূলদা আর ওরা' (মে, ২০১৮), এবং 'মীরজাফর' (জুন, ২০১৮)। এই পুরস্কার বাংলা নাট্য সাহিত্যের এ এক বড় প্রাপ্তি। এবারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার জুরি বোর্ডে ছিলেন বিশিষ্ট কবি রণজিৎ দাশ, প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য ও কথাসাহিত্যিক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। এঁরাই নির্বাচিত করেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসুকে। যে কুড়িটি ভাষায় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্রাত্য বসুর বইটি ছাড়া আরও একটি নাটকের বই পুরস্কৃত হয়েছে। সেটি হিন্দিতে রচিত প্রখ্যাত

নাট্যকার দয়প্রকাশ সিনহার 'সম্রাট অশোক' নাট্যগ্রন্থটির জন্য। ব্রাত্য বসুর আগে ১৯৬৭ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছিলেন জনপ্রিয় নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু। তাঁর পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটির জন্য। নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রাত্য বসু বলেছেন,

> "অনেক দিন ধরে লেখালেখির কাজ করছি। কোনও স্বীকৃতি পেলে অবশ্যই ভাল লাগে। থিয়েটারের জন্য আগে স্বীকৃতি পেয়েছি। সাহিত্য অ্যাকাডেমি একটি স্বশাসিত সংস্থা। সারা দেশের সাহিত্যচর্চার লোকজন এর সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাচ্ছি। ...পুরস্কার পেয়ে আনন্দ হচ্ছে। একই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও বাড়ছে। কারণ যে কোনও স্বীকৃতিই সন্দেহ তৈরি করে। নিজেকেই প্রশ্ন করতে হয়, আমি আদৌ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তো? তাই নিজের যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।"[১]

ব্রাত্য বসুর নাটক সম্পর্কে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,

> "ব্রাত্য বসু নামে আমরা এমন একজন নাট্যকারকে পেয়েছি যাঁর নাটকগুলি মঞ্চসফল, আবার রচনায় রয়েছে সাহিত্যরস এবং সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য।"[২]

নাটককার ব্রাত্য বসুর রচনা ও নির্দেশনায় এবং কালিন্দী ব্রাত্যজন নাট্যদলের প্রযোজনায় ইতিহাস আশ্রিত জনপ্রিয় মঞ্চ সফল নাটক 'বোমা'। নাটকটি ২৭ এপ্রিল, ২০১৫ আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস এ মঞ্চস্থ হয়। তিনি ইতিহাসকে আশ্রয় করে ভারত বিখ্যাত নতুন নাটক 'মীরজাফর' রচনা করেন। তাঁর পরিচালনায় ও কালিন্দী ব্রাত্যজন-এর নতুন প্রযোজনায় ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার জি. ডি. বিড়লা সভাঘরে সন্ধ্যে ৬ : ৩০ টায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটির বিষয়কাল ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সাত বছরের এক অনালোকিত ইতিহাস উন্মোচন ঘটেছে এ নাটকে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়, মৃত্যু আর বৃদ্ধ মীরজাফরের বাংলার তখতে আরোহয়ণ, এখান থেকেই নাটকের শুরু। ক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ঔপনিবেশিক শক্তি কীভাবে তাদের আগ্রাসনের থাবা ক্রমশ ছড়িয়ে দিয়েছিল, কীভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল তৎকালীন বঙ্গের শাসকগোষ্ঠী তথা নবাবী সাম্রাজ্য সে কাহিনি পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নাটকে। শুধুমাত্র ইতিহাসের উপর আলো ফেলা নয়, বরং প্রায় দুশো ষাট বছর আগের এই ইতিহাসের যেন যুগপৎ বিনির্মাণ ও নবনির্মাণ ঘটেছে নাটককার ব্রাত্য বসুর কলমে। ঐতিহাসিক নাটক বা ইতিহাস-আশ্রিত নাটকের উদ্ভব উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বাংলা নাটকের ইতিহাস সাধারণত আরম্ভ হয় গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদিয়েফের যে ১৭৯৫ ও ১৭৯৬-এর দুটি নাট্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনীত 'The Disguise' -এর বাংলা 'কাল্পনিক সংবদল' থেকেই বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছে। এরপর ইতিহাস আশ্রিত নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১), **গিরিশচন্দ্র ঘোষের** 'সিরাজউদ্দৌল্লা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'অশোক' (১৯১১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'সাজাহান' (১৯০৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ (ভট্টাচার্য) বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'আলমগীর' (১৯২১), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০), **'সিরাজউদ্দৌল্লা'** (১৯৩৮), মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' (১৯৩৮), শাহাদাত হোসেনের 'সরফরাজ খান' (১৯১৯), ইব্রাহিম খানের 'কামাল পাশা' (১৯২৭), আকবরউদ্দিনের 'নাদির শাহ' (১৯৩২) ইত্যাদি। 'সিরাজউদ্দৌল্লা' নাটকের দুটি স্রষ্টা গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথ। ১৭৫৭ সালে যে 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলায় বণিকের মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ডে 'উত্তরণ' -এর পশ্চাৎপদকে কেন্দ্র করে নাটক দুটি লেখা। দুটি নাটকরই কেন্দ্রে আছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা। তাঁকে ঘিরে তাঁর রাজন্যবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা, খলতা, ক্রুরতা এবং চক্রান্তের বিবরণ দুটি নাটকেরই উপজীব্য। নাটক দুটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ব্রিটিশের বাংলা দখলের ঐতিহাসিক সূচনা 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং সিরাজের পরাজয়, বন্দিত্ব, মৃত্যুর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। সিরাজের সেনাপতিবর্গ তথা ঘনিষ্ঠ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রে বাংলার নবাবের পতন ঘটে। বাংলার ইতিহাসের সেই কলঙ্কময় অধ্যয় থেকে বাঙালি মানসে উত্থিত হন এক নায়ক-সিরাজউদ্দৌল্লা। এ প্রসঙ্গে অভীক মজুমদার তাঁর 'সিরাজউদ্দৌল্লাঃ নাটকের মহূর্ত' - এ লিখেছেন,

> "ইতিহাসের নানা পরস্পরবিরোধী বয়ান যাই বলুক, সিরাজ চরিত্রের শৌর্য, বীর্য, প্রতাপের সঙ্গে যুক্ত হয় করুণরস। ফলে ট্র্যাজিক নায়কের মতোই বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহা তথা ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা থেকে সম্পূর্ণ সহানুভূতি যায় সিরাজের প্রতি। সেই সূত্রেই অম্লান গরিমায় চিরস্থায়ী হয়ে যান বাঙালির জাতিমানসে, মীরমদন এবং মোহনলাল। সিরাজ পেয়ে যান অমলিন এক 'শহিদ' মহিমা।"[৩]

এই নাটকগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মানব-প্রবৃত্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, কামনা-বাসনা, লোলুপতা, আবার সবদেশের তথা মাতৃভূমির গৌরবকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষ বা জাতির অন্তরে যে উল্লাস, আবেগ, অনুভূতি, জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদা ও আত্মাভিমান সঞ্চারিত হয়। ঐতিহাসিক নাটকগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে জাতীয়বীর হিসাবে তুলে ধরে তাদের মাধ্যমে বাঙালি তরুণদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় মূল লক্ষ্যই হল জাতীয় আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা এবং দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকাররা। ঐতিহাসিক নাটকগুলো বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে বাঙালি তথা ভারতীদের দুর্দশা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা শেষ করার লক্ষ্যে ভারতীয়দের প্রয়াসের কথা, কীভাবে অন্যান্য স্বদেশপ্রেমী সহযোদ্ধাদের ক্ষতিসাধন করে নিজে বিখ্যাত হওয়া যায় তাও উল্লেখ করা হয়। নাটককার ব্রাত্য বসুর অধিকাংশ নাটকগুলোতে দেখা গেছে এক সমাজ নির্ভর বাস্তব চিত্র, রাজনীতি, মানবিক জটিল রূপ, অবক্ষয়ী সমাজ ব্যক্তি জীবনের টুকরো টুকরো প্রতিফলনের ছবি রয়েছে তাঁর নাটকে। তাঁর রাজনৈতিকধর্মী নাটকগুলি হল - 'অরণ্যদেব', 'শহর ইয়ার', 'চতুষ্কোণ', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', 'রুদ্ধসঙ্গীত', 'ভাইরাস এম', '১৭ জুলাই', 'কৃষ্ণ গহ্বর', 'ভয়', 'বোমা', 'মীরজাফর' প্রভৃতি। ব্রাত্য বসুর ইতিহাস আশ্রিত আলোচ্য নাটক 'মীরজাফর'। এই নাটকের শুরু ১৭৫৭-তে পলাশী যুদ্ধের পরে আর শেষ ১৭৬৪ সালে। এই যে দুশো ষাট বছর আগের এই ইতিহাস ব্রাত্যবাবুর কলমে। এ প্রসঙ্গে আজকাল পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন - কেন এই ঐতিহাসিক নাটক? উত্তরে **ব্রাত্য বসু** জানালেন,

> "বাঙালির আইডেন্টিটিকে খোঁজাটাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর ভেতর ঔপনিবেশিকতা আর প্রাক ঔপনিবেশিকতা কীভাবে জড়িয়ে আছে তা খোঁজা। যেমন ভাবে রবীন্দ্রনাথ এক সময় 'গোরা'য় খুঁজতে চেয়েছেন।"[৪]

সাম্প্রতিক অতীতে তিনি কোচবিহারের স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে লিখেছিলেন **'ইলা গুঢ়ৈষা'**, আবার **'হৃদিপাশ'**- এ দেশভাগের ইতিহাসকে ধরেছেন অয়দিপাউসের গল্পের মোড়কে। 'বোমা' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে এনেছেন। আবার ইতিহাসের বাইরের চরিত্ররাও এসেছে তাঁর নাটকে। যেমন, 'কে' বা 'সিনেমার মতো' - তে সিনেমা এ ওটিটি-কে তিনি মনে করেছেন বাংলা নাটকের প্রতিযোগী বা প্রতিস্পর্ধী রূপে। ধ্রুপদীভঙ্গীর নাটকেও একই ভাবে বাঙালি সমাজ-জীবন ও রাজনীতির শিকড়-সন্ধানে গিয়েছিলেন নাটককার ব্রাত্য বসু। আলোচ্য 'মীরজাফর' নাটকটিতে যে সমস্ত অভিনেতৃবর্গরা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন - নবাব বাহাদুর ও ঠুঁটোজগন্নাথের নাম মীরজাফরের ভূমিকায় জনপ্রিয় অভিনেতা গৌতম হালদার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফৌজের সেনাপতির ভূমিকা থেকে বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে ওঠা রবার্ট ক্লাইভ রূপী স্বয়ং নাট্যকার ব্রাত্য বসু, মুর্শিদবাদ ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু তথা কাশিমবাজারের কুঠিয়াল উইলিয়াম ওয়াটসের চরিত্রে দেবাশিস রায়, বিচিত্রবীর্য নবাব জাদা মীরনের ভূমিকায় কাঞ্চন মল্লিক, মীরজাফরের জামাই রাজা মীরকাশিম রূপী চন্দ্রনাথ রায়, নবাব সিরাজকে চক্রান্ত করে সরানোর আরেক কারিগর উমিচাঁদের ভূমিকায় সুমন্ত রায়, জগৎ শেঠ পরিবারের মহাতপচাঁদের চরিত্রে স্বপন আদ্য, নবাব সিরাজের বেগম লুৎফউন্নিসার চরিত্রে পৌলোমী বসু, নবাবের কাছের মানুষ খাদেম হোসেন চরিত্রে রঞ্জন দত্ত, লুৎফউন্নিসার ঘরের লোক আরিফার ভূমিকায় জয়িতা আদ্য, দরবারের দুই মাতব্বর গেলাম আলির ভূমিকায় রঞ্জন দত্ত, মীর আলির ভূমিকায় সুব্রত পাঠক, খাস দারোগা জুবেইর চরিত্রে তন্ময় শূর, নাচনেওয়ালির ভূমিকায় রূমা পোদ্দার এবং কোম্পানির ছোটো কর্তা কেলোডের চরিত্রে মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমখ। প্রত্যেক শিল্পীরা অত্যন্ত কুশলতার সহিত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যামোদী জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন।

সমকালের তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় নাটককার ব্রাত্য বসু। তাঁর দুরন্ত পরিচালনায় মধ্যে এসেই আলোড়ন তৈরি করল 'মীরজাফর' নাটকটি। এটি ২৩শে জুন ১৭৫৭ সালে ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদের পথে হুগলী, কাটোয়ার দুর্গ ও পলাশীতে নবাবের সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তারা কেউ ব্রিটিশদের পথ বাধা করে নি। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা গভীর ষড়যন্ত্রের ঈঙ্গিত বুঝতে পারেন। তিনি ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে অশ্বারোহী মীরজাফরকে বন্দী না করে তাকে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে অঙ্গীকার করেন যে, তিনি শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকতেও বাংলার স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। এ প্রসঙ্গে অলোকপ্রসাদবাবু এক সাক্ষাৎকারে নাটককার ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করছেন যে - মীরজাফর নাটকে কোথাও যেন প্রমাণিত হচ্ছে, আপনি অমোঘ নিয়তিতে বিশ্বাস রেখেছেন। মীরজাফর থেকে ক্লাইভ কেউই সেই নিয়তি বা প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানাচ্ছেন,

> "আমি নিয়তিতে খুব বিশ্বাস করি। আধিদৈবিকেও বিশ্বাস করি। আমি ইতিহাসের একটা কালখণ্ডকে তুলে এনেছি। সেই সময়টা সিরাজের মৃত্যুর পরে শুরু হচ্ছে। সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন মীরজাফর। সেজন্যে আলিনগরের যুদ্ধের পর মীরজাফরের চাকরি চলে যায়। কিন্তু মানবিকতার খাতিরে সেই মীরজাফরকে আবার ফিরিয়ে নেন সিরাজ। কিন্তু সিরাজের মানবিকতার ফলে মীরজাফরের তো সংশোধন হয়নি। সিরাজ তাঁর জীবন দিয়ে মাশুল দিয়েছেন। ক্লাইভের বা ইংরেজের ব্ল্যাকমেইলিংটা বুঝতে পারেননি মীরজাফর। তাকেও কড়ায় গণ্ডায় মাশুল দিতে হয়েছে।"[৫]

সিরাজ গৃহবিবাদের মীমাংসা করে রায় দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান, মীরজাফর, ভ্যানগাউমীর মদন, প্রধান সেনাপতি মোহনলাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনাফ্রোঁকে সৈন্য চালানোর দায়িত্ব দিয়ে রবার্ট ক্লাইভ তার সেনাবাহিনীদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। মীরমদনের প্রবল আক্রমণে টিকতে না পেরে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পলাশীর আমবাগানে আশ্রয় নেন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর খুদা-ইয়ার লুৎফ খান ও রায় দুর্লভরা গোপনে ষড়যন্ত্র করে রবার্ট ক্লাইভের সাথে হাত মিলিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করেন। এস. সি. হিল - এর মতে,

> "সিরাজের ব্যক্তিগত অহংকার এবং অর্থলিপ্সা।"[৬]

এই বিরোধও পতনের জন্য দায়ী। এর ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে পর্যদুস্ত করে বাংলাকে নিজেদের হস্তগত করে। গ্রামবাংলার বিভিন্ন লোককথা এবং লোকগীতিতে তরুণ নবাবের করুণ পরিণতির কথা এবং সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফরের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি এখনও বাঙালিদের মুখে মুখে। এ প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক এক সাক্ষাৎকারে ভাস্করবাবু, স্বয়ং নাটককার ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করেছেন- মীরজাফর চরিত্রটি যে থিয়েটারের বিষয় হতে পারে এই চিন্তা আপনার মাথায় কী করে এল? এবং কেন এমন মনে হল? উত্তরে ব্রাত্য বসু বলেছেন,

> "...বাংলা নাটক ১৭৫৭-র ২৩ জুন শেষ হয়ে যায়। কারণ, ইতিহাস বলছে পলাশির যুদ্ধে হেরেছেন সিরাজ। যাঁকে আমরা গ্রাহ্য করি বাংলার 'শেষ স্বাধীন নবাব' বলে। হারার ছ'দিনের মাথায় তিনি ধরা পড়েন এবং তিনদিনের মাথায় তাকে হত্যা করা হচ্ছে। আমার মনে হয়েছে এরপরই যেন বা আর বাংলা নাটক নেই। ১৭৫৭-র জুলাই মাসের পরই বাংলা নাটক শেষ হয়ে যাচ্ছে। ...কিন্তু ইতিহাস বলছে, সিরাজের মৃত্যুর পরও বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস ছিল। কেননা তখনও ইংরেজরা সরাসরি রাজ্যশাসন শুরু করেনি। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশের একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে মাত্র। বলতে পারেন, সিগনেচার অফ রাজদণ্ড। ইতিহাস বলছে, এরপরও ইংরেজরা আরও সাত বছর, সেভেন ইয়ার্স, 'ডুয়াল কিংডম' বা 'দ্বৈতশাসন' চালিয়েছে। আমি ওই সাত বছর বাংলা থিয়েটারে আনতে চেয়েছি। আমার মতে, সিরাজ অবশ্যই বাংলার 'শেষ স্বাধীন নবাব'। কিন্তু বাংলার 'শেষ স্বাধীন ক্রীড়নক নবাব' অবশ্যই মিরকাশিম। সেই সঙ্গে আমি দেখাতে চেয়েছি, ওই ভঙ্গুর সময়টায় মীরজাফর কেমন রোল প্লে করেছিল। মীরজাফরকে অবশ্যই 'বিশ্বাসঘাতক'

বলব। কিন্তু এটাও জানতে চাইব, সে-ই একমাত্র বিশ্বাসঘাতক কি না। মীরজাফরের পিছনে কে ছিল? এই নানা রঙের সুতোগুলি আমি 'মীরজাফর'- এ বুনতে চেয়েছি।"[৭]

ইতিহাসকে আশ্রিত করে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাকে নিয়ে বাঙালিরা বহুবার নাটক দেখেছে। ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ট্র্যাজেটিক নায়ক হিসেবে সিরাজউদ্দৌল্লার বিগ্রহ নির্মাণে যাত্রা-থিয়েটারের এই যুগলবন্দি কাজে এসেছিল। অথচ মীরজাফরের অবস্থান ওই বিগ্রহের পেছনে রাজকীয় ষড়যন্ত্রের যে দাবা খেলা তার সিপাহসলাদের ভূমিকা। সিজারের বিগ্রহ যত ঢঙে চড়েছে তত দুরমুশ হয়েছেন মীরজাফর। নাটককার ব্রাত্য বসু কি মীরজাফরকে প্রতিনায়ক থেকে নায়কের ভূমিকায় প্রতিস্থাপন করতে চান? এ সম্পর্কে **স্বয়ং ব্রাত্যবাবু** আনন্দবাজার পত্রিকায় বললেন,

> "বাঙালির আইডেন্টিটি খোঁজাই আমার মূল লক্ষ্য। ১৭৬৪-তে বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিম লড়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, আমার নাটকে সিরাজ নন, শেষ স্বাধীন নবাব মিরকাশিম। আসলে এই সময় পর্বটা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। তন্নতন্ন পরিশ্রমে তা তুলে এনেছি। এই অস্থির সময়ের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তৎকালীন বাঙালি জীবনটাকে ফিরে দেখা... শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক দিকটা নয়, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিকটাও উঠে আসছে আমার নাটকে। ইংরেজরা আসছে, ঢুকে পড়ছে অবিভক্ত বাংলাদেশে, ছড়ি ঘোরাচ্ছে, সেই ঔপনিবেশিকতার চাপে কীভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে বাঙালির জীবন। বর্তমানে দাঁড়িয়ে অতীতটাকে খোঁজা, ইতিহাস এখানে সেতুর কাজ করছে।"[৮]

সৈয়দ মীর জাফর আলী খান ছিলেন পলাশী যুদ্ধের সেনাপ্রধান। তার অধীনের সৈন্যবহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়ে বাংলা বিরোধী পদক্ষেপের জন্য সিরাজউদ্দৌল্লাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ প্রভাবিত বাংলার একজন নবাব। তিনি যখন তখত-এ বসলেন, তাঁর (মীরজাফর) শাসনকালেই আলোচ্য নাটকের প্রথম দৃশ্যে তিনি বলেছেন,

> "...সবাই জানে পলাশীর যুদ্ধের চারদিন পরে আমি যখন এই সুবে বাংলার তখত-এ বসলাম, সেদিনই লুকিয়ে পালাতে গিয়ে ভগবানগোলায় ধরা পড়েছিলো ওই বত্তামিজ সিরাজ-উদ-দৌল্লা। আর তারও তিনদিন পরে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায় সিরাজের শির প্রথমে লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে তারপর তার শরীর জবাই করেছিল। আমার বেটা মীরনের ভরোসা, সোনে কা টুকরা মহম্মদী বেগ। আর সেই দিনই সিরাজের তেইশ বছরের মৃতদেহ হাতির হাওদায় চাপিয়ে আমি চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধ, তামাম মুর্শিদাবাদকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে জঙ্গ শেষ। পুরনো আহাদ শেষ। এবার নতুন জমানা। নতুন মশহুর এসে গেছে ভাই। নতুন কানুন।"[৯]

ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের পূর্বে একটি চুক্তি হয়েছিল যে, যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়ী হলে মীরজাফর হবেন বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব। বিনিময়ে মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পাঁচ লক্ষ ও কলকাতায় বসবাসকারী ইউরোপীয়দের আড়াই লক্ষ প্রদান করবেন। কিন্তু ইংরেজদের দাবীকৃত বিপুল অর্থের যোগান নবাব মীরজাফর সমর্থ হয়নি। যখন দেখি ভাঁড়ে মা ভবানী বলে নবাবের রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে সেপাই কারোর তিনমাস মাইনে হয়নি, যখন দুর্লভরাম বলেন সাতশো সিন্ধুক বোঝাই সোনা-রূপোর মোহর বজরায় করে কলকাতা পাঠানো হয়েছিল, তখন মীরজাফরের হুঁশ ফেরে। জুবেইর, মীরজাফর ও রায় দুর্লভদের সংলাপে উঠে আসে,

> "জুবেইর : সরকারি সিপাইরা কেউ কাজ করতে চাইছে না জাঁহাপনা। ওদের তিনমাস কোনো তনখা হয়নি। ...মীরজাফর : সিপাহীদের বোঝাও মাইনে ওদের হবেই। গতমাসে আমার গোরা বেটা ক্লাইভ মোট ষোলো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর এক কোটি ঊনষাট লক্ষ সাতানব্বুই রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে গেল। তুমিই তো পুরো মালামাল হিশেব করে খচ্চরের পিঠে তুলে দিলে। ওরা সব বেঁধেছেদে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেলে– রায়দুর্লভ : নবাব। মোট সাতশত সিন্দুক হয়েছিল। ওরা বজরা করে কলকাতায় নিয়ে চলে গেল।"[১০]

মীরজাফর নবাবী পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি তার ছিল না। রাজকোষ শূন্য থাকায় ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতি অর্থ প্রদানের জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করতে বাধ্য হন। রবার্ট ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকায় বিদ্রোহ দমন করা গেলেও বকেয়া বেতনের দাবীতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। কীভাবে মোঘল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 372-386
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আমলের জন্নত-উল-বিলাদ বাংলাকে আছড়ে পিছড়ে ছিবড়ে করেছিল একই রকম ভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেই পুরনো আখর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সেবাদাসদের সাহায্যে এভাবেই বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেশে শাসন শোষণ করে কোটি কোটি টাকার অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া ইংরেজদের বকিয়া মীরজাফর দিতে সমর্থ হয় না। আলোচ্য নাটকে ক্লাইভ, ওয়াটস ও মীরন-এঁদের কথোপকথনে উঠে আসে,

> "ওয়ার্টস : (কড়াগলায়) না মিঃ মীরজাফর, আসল কাজের বিষয়টা একদমই ঠিক নেই। যে টাকা আপনি চার মাস আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার পুরোটা এবারেও পাইনি। দুর্লভরামকে কাল রাতে মহফিলের পর আমরা তা বলেওছি। কিন্তু উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও কোনো পাকা কথা দিতে পারেন নি যে কবে ওই বকেয়া টাকাটা পাবো। [মীরজাফর খাওয়ায় মন দেন]
>
> ক্লাইভ : তার ওপর আব্বাজান আপনি বলেছিলেন বর্ধমান আর নদীয়ার রেভিনিউর পুরো টাকাটা আপনি কোম্পানিকে দিয়ে দেবেন। বছরে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা কোম্পানির উপরি হত। আপনার বর্ধমানের অনুমতির কাগজটা পেয়েছি। কিন্তু নদীয়ার পারমিশনটা যদি দিতেন আব্বাজান। তাহলে আপনার এই গোরা বেটার তার কোম্পানির কাছে মুখ থাকে।
>
> ওয়াটস : ...এই সঙ্গে বিহারের সোরার বিজনেসটা আপনি কোম্পানিকে করতে দিন মিঃ মীরজাফর। সুবেবাংলার মধ্যে ওই বিহারের সোরার কোয়ালিটি সবচেয়ে ভালো। বাকি যারা বাংলা-বিহার থেকে সোরা কিনছে, আমরা তার থেকে বেশি ট্যাক্স আপনাকে দেবো?...
>
> ক্লাইভ : আব্বাজান, আপনি যেটা ভাবছেন সেটা হবে না। এর ফলে আমরাই শুধু এক চেটিয়া ব্যবসা করবো, দেশীয় ব্যবসায়ীরা মারা পড়বে, তা হবে না। মসলিন-কার্পাসের বেলাতেও আপনি একই ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু দেখেছেন তো, আপনি পারমিশন দেবার পর মালদা, ঢাকা, রংপুর, বীরভূমে যতো কার্পাসের তুলো প্রোডাক্ট হত সব আমরা বিলেতে পাঠিয়ে দিতে পারছি। লন্ডন শহর এখন তোলা তোলা মসলিনে ভরে গেছে আব্বাজান।
>
> মীরন : আর আমাদের বাংলার তাঁতিরাও খাইতে না পাইয়া মরতে বইছে। তাইতো কত্তা?
>
> ক্লাইভ : ভুল করছো মীরন, ওটা তাঁতিরা নয়। তাঁতিদের আমাদের কোম্পানি নগদ দাম দেয়। হয়তো একটু দাম কম দেয় কিন্তু দেয়। হ্যাঁ অবস্থা খারাপ কিছুটা হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগীদের। যারা তাঁতিদের থেকে পাইকিরি হারে কিনে নিতো।..."[১১]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন দিকে প্রতিবাদ করায় নাটকটিতে উত্তর-ঔপনিবেশিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ক্লাইভ ও ওয়াটসের সঙ্গে মীরন এবং মীরজাফরের কথাবার্তা যথেষ্ট ঈঙ্গিতবাহী। দুই ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ দাবী করছেন যে, মীরজাফর ক্রমাগত তাঁদেরকে অর্থের দিক থেকে বঞ্চিত করছেন। এছাড়া মীরজাফরের কর্মপদ্ধতির কারণে ইংরেজ ঔপনিবেশিকারীরা তাঁর ওপর নির্ভরশীল ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলছেন। ব্রিটিশরা মীরজাফরকে ক্ষমতাহীনভাবে বাংলার সিংহাসনে বসান।এর ফলে ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। নবাব মীরজাফরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক শোষণ করতে থাকে এবং বিনাশুল্কে বাংলায় ব্যবসা বানিজ্য করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ বিজেন গুপ্তের মতে, -

> "ঐশ্বর্য ও ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ইংরেজ কোম্পানি সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পরে এবং পলাশীর যুদ্ধ শুরু হয়।"[১২]

আলোচ্য 'মীরজাফর' নাটকে ক্লাইভ ও মীরজাফরের সংলাপে উঠে আসে,

> "ক্লাইভ : আব্বাজান। আপনি আপনার ক্ষমতা ভোগ করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা এই মসনদ চাই না। আমরা বানিয়া কোম্পানি, ব্যবসাদার। রাজা, রাজ্যপাট, রাজদণ্ড এসব আমরা বুঝি না। আমাদের প্রাপ্য মুনাফা পেয়ে গেলেই আমরা খুশি। তাছাড়া আব্বাজান, আপনাকে একটা খুশির খবর দিই। আমি আর অ্যাডমিরাল নই। কোম্পানি আমাকে কলকাতার গভর্নর করতে যাচ্ছে। ...পলাশীর যুদ্ধে আমরা যেভাবে আপনাদের–

মীরজাফর : (বাধা দেয়) বেটা। আমার গোরা বেটা ক্লাইভ, বারবার পলাশীর যুদ্ধের কথা তুলো না বেটা। ওই যুদ্ধ, মানে পলাশীর যুদ্ধ যখন হচ্ছিল, তুমি তো তখন দুপুরে গিয়ে আমবাগানের পাশে পলাশী হাউসের বাগানবাড়িতে ঘুমোচ্ছিলে বেটা।

ক্লাইভ : না, না আব্বাজান। আমি -

মীরজাফর : দুপুর তিনটেয় আমার গুপ্ত চিঠি নিয়ে আমার যে লোক তোমার কাছে পলাশী হাউসে গেছিলো, আমাকে বলেছিলো তুমি বাগানবাড়ির খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে বেটা।

ক্লাইভ : আব্বাজান, আমি একথা আগেও বলেছি ওইদিন মানে গতো তেইশে জুন সকাল এগারোটার পর ওই হঠাৎ নামা বৃষ্টিতে আমার পোশাক পুরো ভিজে গেছিলো। আমি ড্রেস চেঞ্জ করতে পলাশী হাউসে গেছিলাম। ...ইয়ার লতিফ, দুর্লভরাম, মানিকচাঁদ- কেউ না। কেউ যুদ্ধ করেনি। যুদ্ধ করেছিলো মাত্র তিনজন। সেনাপতি মীরমদন, মোহনলাল আর আমাদের কিল প্যাট্রিক। তাও দুপুর একটায় মীরমদন আমাদের গোলায় খালাস হবার পর, আর যুদ্ধ হয়নি। কাশ্মীরী মোহনলাল তারপরেও লড়তে চেয়েছিলো, তোমার এই আব্বাজান ওই বোকা সিরাজটাকে বোঝালো এখন সৈন্যরা ক্লান্ত, রাতের বেলা যুদ্ধ করাই ভালো হবে। সিরাজ তাপ্পিটা খেলো। মোহনলালকে যুদ্ধ থেকে ফেরৎ আনালো। ...ওই কিল প্যাট্রিক, স্ক্র্যাফটনরা আছে কি করতে? ওরা, মীরমদনরা জলেকাদায় নেমে যুদ্ধ করবে। তারপর আমরা যুদ্ধটা জিতবো। আপনার (মীরন) বাজান মীরজাফর মসনদে বসবেন, আর আমি, আমার কোম্পানি, আমাদের হিস্যা বুঝে নেবো। ইস দ্যাট ক্লিয়ার।...আব্বাজান, আমার আর ওয়াটসের প্রস্তাবগুলো মাথায় রাখবেন। গভর্নর হওয়ার পর আবার আমি আসবো। তখন যেন হাজার পায়রা ওড়ানো হয়। তোপখানা থেকে যেন তোপ দাগা হয়। শুনেছি বুরুজডাঙায় ভালো বাইজির দল আছে। ওদের আনিয়ে রাখবেন। মোতিঝিলের প্রাসাদে ওই প্রচণ্ড গরমের দুপুরে খসখস টাঙিয়ে, গোলাপখাস খেতে খেতে কোনো রেশমা বাঈজির ওড়না আর কাঁচুলি খুলতে আমার দারুণ লাগবে আব্বাজান।...”[১৩]

নবাব মীরজাফর যখন বাংলার সিংহাসনে বসলেন, তখন বাংলার অর্থনৈতিক সংকট চরমভাবে দেখা দিয়েছিল। সৈন্য কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে মাইনে দিতে পারছেন না, তাই তাদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। এদিকে ইংরেজদের বকেয়া ক্রমাগত পরিশোধ করছে না। এর ফলে ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা মীরজাফরের ওপর থেকে ধীরে ধীরে আস্তা হারাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিনাকী রায় লিখেছেন,

“রিকন্সিডারিং ডেভলপমেন্ট (২০১৭) - এর অন্তর্গত ‘আন-ম্যাপিং গে ইম্পেরিয়ালিজম’ প্রবন্ধে মুনা-উদিবি আব্দুল-কাদির আলী (৩) এবং বোস্টন ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল ল জার্নাল, ৩২ - নম্বর সংস্করণের অন্তর্গত ‘দ্য পোস্ট-কলোনিয়াল প্রবলেম ফর গ্লোবাল গে-রাইটস’ অধ্যায়টিতে স্টুয়ার্ট চ্যাং (৩২৩) এবং (এডওয়ার্ড সৈয়দের লেখা ১৯৭৮-এর বিখ্যাত গ্রন্থ ওরিয়েন্টালিজম-এও এটি উল্লিখিত আছে) পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন যে পশ্চিমের দেশগুলি সমকামিতার সাথে বিভিন্ন সময় ‘পূর্বের অবিমৃষ্যকারিতার’ একটি যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেন, কেননা পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ পশ্চিমের ‘হেটেরোনরম্যাটিভিটি’ বা ‘বিপরীত-লিঙ্গ-যৌনতা-মান্যতা’-র বিপক্ষে চলে যায় যেকোনো সমকামী ‘স্টান্স’। তাই, মীরজাফরের সাথে খাদেম হোসেনের সম্পর্ক তাঁদেরকে ওয়াট্স এবং ক্লাইভের পছন্দের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, মীরজাফরের ‘সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন’-এর বিপরীতে গিয়েও রবার্ট ক্লাইভ কিন্তু পছন্দ করেন কোনো রেশমা বাঈজীর ওড়না আর কাঁচুলি খুলতে।”[১৪]

মীরজাফর ইংরেজদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন যে, ক্লাইভের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর পক্ষে রামনারায়ণ বা রায়দুর্লভকে দমন করা সম্ভব ছিল না। রামনারায়ণকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি উত্তর বিহারে সোরা ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল।

স্বয়ং নাটককার ব্রাত্য বসু ক্লাইভের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।ধুরন্ধর রাজনীতির ভূমিকা ব্রিটিশদের যতরকম অভিসন্ধি ক্লাইভের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন। কায়দা করে তাঁর মুখে দু-চারটি ইংরেজি বাক্যবন্ধ জুড়ে দিয়ে মোটের ওপর আদর্শ বাংলাই তুলে দিয়েছেন তিনি। আরবি খানদানের মীরজাফর ও মীরনের বেলায় আরবি-ফারসির দুরস্ত

জবানকে মাধ্যম করেছেন নাট্যকার। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নির্মলবাবু 'মীরজাফর' নাটকের সংলাপ সম্বন্ধে লিখেছেন,

> "...মিরজাফর-এর সংলাপে চোস্ত উর্দুর ব্যবহার চরিত্রটির আভিজাত্য প্রকাশ করে। মীরনের মুখে বসানো হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ। ঢাকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কারণেই এই বদল, সেটি দারুণ এফেক্টও এনেছে। মিরজাফর ক্লাইভকে সম্বোধন করেন 'গোরা বেটা' বলে, পরিবর্তে ক্লাইভও তাঁকে বাবার সম্মান দেন। কতক্ষণ? যতক্ষণ স্বার্থ সিদ্ধ না হয়। আর স্বার্থ পূর্ণ হলেই সহজ-সরল ব্রিটিশ বণিক খান বাহাদুরকে 'তুই-তোকারি' করতেও ছাড়েন না। ব্রাত্য বসুর এমন কৌতুক নাট্যভঙ্গি পুরো নাটকের শরীরেই কমেডির আড়ালে ইতিহাসের ট্র্যাজেডিকে এক ভয়ংকর রূপ এনে দেয়। এখানেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা।"[১৫]

চোস্ত উর্দু এবং উর্দু-মেশানো বাংলা ব্যবহারকারী মীরজাফর নিজের আত্মম্ভরিতায় এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত। অপরদিকে, বাঙাল ভাষা প্রয়োগকারী মীরন কিন্তু নিজেদের তখত বাঁচাতে সদা তৎপর। একদিকে তিনি পঞ্চাশ জনের নাম নিয়ে একটি খতম তালিকা তৈরি করেছেন। আলোচ্য 'মীরজাফর' নাটকে মীরন ও তাঁর বাজান মীরজাফরের কথোপকথনে পাই,

> "মীরন : ...প্রথম দফায় প্রায় পঞ্চাশজনের নাম ওই তালিকায় আছে। এইবার ঢাকায় গিয়া প্রথমে সিরাজের আম্মি ওই আমিনা বেগম আর খালা ওই ঘসেটি বেগমরে আমি বুড়িগঙ্গার মাঝদরিয়ায় চুবামু। তারপর ধরো সিরাজের ওই কাল কেউটের বাচ্চা ভাইটা মির্জা মেহেদি। ওরও খুন আমি দ্যাখবো। তারপরেই আছে ওই দুর্লভরাম। শালা মক্কার। অরেও আমি ছাড়ুম না। তারপরে আছে ধরো তেমার চামচারা - এই ধরো -
> মীরজাফর : ওরে খাদেমকে কিছু বলিস না। ওকে রাহেম কর বেটা। ও আমার একান্ত জাহিদ। আমার বড়োই উবেইদ।"[১৬]

এই সময়ে কৃষ্টি সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ যৌনতা। এ নাটকে বাঈজীর নাচগানে আসঙ্গলিপ্সার সংকেত স্পষ্ট। সমকাম এখানে জলভাত। খোঁজা সেপাই এখানে রাজপুরুষের কাঙ্ক্ষিত শয্যাসঙ্গী। বেতমিজ মীরন উচ্চারণ করে জানিয়ে দেন খাদেম সমকামী। পরক্ষণে নবাব মীরজাফর স্বীকার করলেন খাদেমের প্রতি তাঁর শরীরী অনুরাগ। এ নাটকে বড়ো অংশ জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রয়েছে পিতা ও পুত্রের (মীরজাফর ও মীরন) এর সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব। তৎকালীন সময়ের ইতিহাস যাঁরাই চর্চা করেছেন, তারা জানেন যে মীরন বিপজ্জনক চরিত্র। সে খুনি। নৃশংস। সে জুলাই মাসেই একটা খতম- তালিকা তৈরি করে ও সেই মতো নির্বিচারে খুন করে যায়। এ প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক এক সাক্ষাৎকারে **ভাস্করবাবু, ব্রাত্য বসুকে** প্রশ্ন করছেন,

> "মীরন অনুমোদন নির্বিশেষে হত্যালীলা জারি রাখে। মীরজাফর তাকে 'আটকায় না' বলার চেয়ে বলা ভাল, বলা শ্রেয় যে, মীরজাফর তাকে 'আটকাতে পারে না'।"[১৭]

ক্লাইভের জবরদস্ত উপস্থিতির সামনে, মীরনের যাবতীয় উল্লম্ফনের সামনে যেভাবে সিঁটিয়ে থাকেন নবাব। যে ভাবে পুত্রের কাছে তাঁর পৌরুষহীনতার কথা বয়ান করেন, লুৎফন্নিসার কাছে প্রেম ভিক্ষা করেন, সেভাবে মীরজাফরকে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নই।রবার্ট ক্লাইভ যেমন এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তেমনি সমগুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল সিরাজের বিধবা বেগম লুৎফন্নিসা। মীরজাফর ও মীরন একই সঙ্গে যার পাণিপ্রার্থী হয়। অর্থাৎ মীরন যেমন সিরাজ-পত্নী বিধবা লুৎফন্নিসাকে বিয়ে করতে চাইছিলেন, তেমনই তাঁকে বিয়ে করতে চাইতেন স্বয়ং মীরজাফর। অথচ লুৎফন্নিসা তাঁর চাইতে উনপঞ্চাশ বছরের কনিষ্ঠা ছিলেন। এ নাটকে লুৎফন্নিসা, মীরজাফর ও মীরনের সংলাপে উঠে আসে,

> "লুৎফন্নিসা : আমি কোথাও ছুটছি না খাঁ সাহেব। পলাশীর যুদ্ধের পর ওই চারদিন ছুটতে ছুটতে আমি থকে গেছি। আমি আর ছুটতে চাই না। খোসবাগে আপনার কথায় ওই বদসালুকি আর খুদদার কমবয়সী নবাব স্বামীর কবরের দিকে তাকিয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার আনাগোনা দেখতে চাই। সারাজীবন।
> মীরজাফর : এ আপনার নসীব নয় মোহতরমা। আপনার এত বদ কিসমতি সুবে বাংলার নবাবের সহ্য হবে না। আপনাকে আমি জন্নতের সুখ আবার ওয়াপস করতে চাই মোহতরমা।

লুৎফুন্নেসা : মীরজাফর খাঁ সাহেব, আপনার হাতে এখন নাকাফি ক্ষমতা, বেপরোয়া উল্লাস। আমি এই মুর্শিদাবাদে-বাস করা সামান্য আওরত, একজন স্বামি হারা বেওয়া মাত্র। তবে কি জানেন, আমাদের মতো সামান্য মানুষদেরই অভিসম্পাত আস্তে আস্তে খোদার খাতায় জমতে থাকে খাঁ সাহেব। সেইগুলো যখন একসঙ্গে জড়ো হয়ে সময়ের নদীতে আছড়ে পড়ে, তখন আপনার এই ক্ষমতা, এই মসনদ খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে খোদাবন্দ।

মীরজাফর : ... আমি চাই আপনি আবার সাদি করুন বেগম। আপনার প্রতি যে বে-শরাফতি, যে বেইনসাফি আমরা করেছি তার একটা কফারা আমাদের মেহেরবানি করে করতে দিন। ...তবে আপনার এই নুজহাত, আপনার এই বেনজির জলিমা জিসম শুধু সিরাজের খোসবাগের কবরের পাশে পড়ে থেকে থেকে রাখ হয়ে যাক এ আমার একেবারেই নাপসন্দ। ...তাই আমার আপনার কাছে আমার তাজওয়াইস এই যে, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার হক ওয়ারিসত মীরন-

লুৎফুন্নেসা : মীরন-

মীরজাফর : ওই বেফর্স বত্তামিজকে একদম শাদি না করে আপনি আমাকে নিকাহ করুন মোহতরমা। ...

মীরন : তবে রে শকুন, হালার পো বাজান, তর মনে এই ছিল? আমি কোথায় বলে ট্রাস্ট কইরা তোমারে আমার নুরজাহানের কাছে পাঠাইছি, আমার ফরে কথা কইবার তরে, আর উনি এইখানে আইস্যা আমারই টুকরির পাখিডারে ফালুক দিতাছেন।"[১৮]

'মীরজাফর' নাটকে সিরাজ পত্নী লুৎফুন্নেসার চরিত্র অভিনয় করেছেন পৌলোমী বসু। সিরাজ-প্রিয়া হিরাঝিলের মহল ছেড়ে ছুড়ে খোশবাগে সুরাজের কবরে পাশে ঘর বানিয়া দুধের শিশু জোহুরাকে নিয়ে থাকেন যে শান্ত পাষাণ মুর্তি, সেই তিনিই যখন মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে এসে একাদিক্রমে মীরজাফর ও মীরনের বেগম হবার প্রস্তাবকে নস্যাত করেন তখন তাঁর মূর্তি বদলে যায়। প্রত্যাখ্যানের তীব্রতায় ঝলসে যায় হঠাৎ নবাবের হঠকারিতা। লুৎফুন্নেসাকে আমরা আবার দেখি নবাব ও নবাবজাদার স্বপ্নদৃশ্যে। সেখানে তিনি মোহিনী। মায়াবনবিহারিণী। পাগল উমিচাঁদের কাছে লুৎফুন্নেসা জানতে পারেন নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শেকড় কতটা গভীরে গিয়েছিল, জানতে পারেন মীরজাফরের পুরনো দিনগুলোর কথা। আবার পরবর্তীকালে মীরজাফর ছলনার আশ্রয় নিয়ে লুৎফুন্নেসার ও নিজপুত্র মীরনের সঙ্গে বিবাহের কথা না বলে, নিজেই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যা লুৎফুন্নেসা দৃঢ়ভাবে নাকচ করেন। এ নাটক প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অর্ণববাবু লিখেছেন,

> "এটি এক আশ্চর্য নাটক, যাকে কোনও পূর্বনির্দিষ্ট বর্গে আঁটা যাবে না। এই নাটকে ইতিহাসের কূট নৃশংসতার চেয়েও এক অন্তহীন ভাঁড়ামিকেই ইতিহাসের অন্তর্নিহিত এসেন্স-হীনতা রূপে উপস্থাপিত করেছেন ব্রাত্য। ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি এই নাটকে ইতিহাসের যাবতীয় কল্পিত গ্র্যাঞ্জারকে ভেঙে চুরমার করেন। এই নাটক আসলে ইতিহাসের এক বিশেষ ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন। যে ঐতিহাসিক পর্যায়টিকে মনুষ্যত্বের তীব্র অনুপস্থিতি ও অন্ধকারের পশ্চাৎপদ ঘূর্ণি হিসাবে ভাবা হয়েছে এতদিন, সেই সময়টিকে আঁকতে গিয়ে ব্রাত্য বেছে নিয়েছেন এক চরম ঠাট্টা ও ব্যঙ্গের তির্যক দৃষ্টিকোণ। চরিত্রগুলোর হাতে অমিত ক্ষমতা অথচ তাঁরা এক-একটা বাফুন-ভাঁড়।"[১৯]

সমকালের জনপ্রিয় নাটককার ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' নাটকের দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় দৃশ্যটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিষয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকার কারণে মীরজাফর ডাচ মানে ওলন্দাজ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে সচেষ্ট হন। ইংরেজরা ডাচদের ক্রমেই পরাজিত করে এবং মীরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। তিনি ১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী নবাব মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিম বাংলার নবাব হন। এ নাটকে রবার্ট ক্লাইভের সংলাপে পাই,

> "আমার এই জায়গীর লাভে আমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেকেই খুশি হবেন না। এও জানি তাদের অনেকেই এই কলকাতার জমিদারির গন্ধ পেলে লাফ দিয়ে পড়তেন, তবু আমার ধারণা ওরা আমার নামে

মামলা করবেন। সে যাইহোক, সেসব আমি বুঝে নেবো। আমি আব্বাজানকে নতুন এক উৎপাতের দিকে তাকাতে বলব। জি হ্যাঁ, সমূহ উৎপাত। আমি বলছি চুঁচড়ার ওলন্দাজদের কথা। আমি ফরাসীদের নিয়ে আব্বাজানকে আগেই সাবধান করেছিলাম, নবাব তার প্রমাণ হাতে নাতে পেয়েছেন। একবছর আগে ওই শাহজাদাগোহর, আর অযোধ্যার নবাব সুজাউদদৌল্লার সঙ্গে ফরাসীরা হাত মিলিয়ে রামনারায়ণের পাটনার কেল্লা দখল করে নিচ্ছিল। আমরা যদি সময়মত না পৌঁছে ওদের না খেদাতে পারতাম, বলতে খারাপ লাগছে যে নবাব আজ ফরাসীদের হাজতখানায় বসে থাকতেন। ঠিক সেরকমই খুনে ডাকাত আর লুঠেরা হচ্ছে ওই ডাচ মানে ওলন্দাজেরা। আব্বাজানের কৃপায় এই গঙ্গার ওপর যতো জাহাজ চলে তার সার্চ ওয়ারেন্ট আমাদের হাতে। এটা ডাচেদের পছন্দ নয়। আমার কাছে খবর এসেছে ওদের বাটাভিয়ার অ্যাডমিরাল অর্ডার করেছেন পার্টনায়, কাশিমবাজারে, চুঁচড়াতে মানে যতো ওলন্দাজ কুঠি এ চত্বরে আছে, তাতে গোপনে দেশীয় সিপাই সংখ্যা বাড়াতে। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না। আমি এতদিন কিছু বলিনি কারণ ইউরোপে ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো ছিলো কিন্তু সম্প্রতি খবর পেলাম আব্বাজান নাকি তলায় তলায় ডাচদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।"[২০]

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর মীরজাফর নামমাত্র নবাব হতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশদের শর্তসাপেক্ষ, বকিয়া, বিশ্বাসহীনতার জন্য অল্প দিনের মধ্যে ১৭৬০ সালে ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার মসনদে বসায়। তিনিও ব্রিটিশদের নানা সুবিধাদানের শর্ত দিয়েই ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তবে জামাতা মীর কাশিম মীরজাফরের মতো অযোগ্য ও নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার স্বাধীনচেতা স্বভাবের পাশাপাশি জনসাধারণের কল্যাণে সচেতন ছিল উল্লেখ করার মতো। এ ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজদের সাথে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তিনি আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন। তবে বিভিন্ন কারণে নবাব মীরজাফরও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। এ নাটকে বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক ভাস্করবাবু এক সাক্ষাৎকারে নাটককার ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করছেন- 'মীরজাফর' বললেই বাঙালির চেতনায় 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটা ঢেউ তোলে। আপনি বললেন, এখানে কোনও 'নায়ক' নেই। তাহলে ধরতে পারি, 'বিশ্বাসঘাতকতা' নিজেই নায়কের ভূমিকার অবতীর্ণ? উত্তর ব্রাত্য বসু বললেন,- "না, সে অর্থে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলতে যে অপগুণ বোঝায়, সেটাও 'নায়ক' নয়। বিশ্বাসঘাতকতা কালের অঙ্গ। মীরজাফর আমার নাটকে বিশ্বাসঘাতকতার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতার নব ভাষ্য সে সংজ্ঞায়িত করতে চায়। আরেকটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। সেটা হল, কোনও কোনও টেক্সটে বিরাট মাপের 'প্রতিনায়ক' থাকে। যেমন, খুব ভাল উদাহরণ মধুসুদনের 'মেঘনাদবধ'। রামায়ণের চিরকালীন নায়ক যে মর্যাদাপুরুষোত্তম রাম, তার উপস্থিতে এবং তাঁরই বিপ্রতীপে ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য ভাবে প্রতিনায়ক হয়ে ওঠেন। মীরজাফর সেই হিসাবে কিন্তু 'প্রতিনায়ক'-ও নন। কারণ, নায়ক না থাকলে কখনও প্রতিনায়কের জন্ম হয় না। আমার নাটকে কাউকে আমি 'নায়ক' বলে শনাক্ত করতে চাইনি। তার মানে এই নয়, মীরজাফরের চরিত্রে গ্রাঞ্জার নেই। আছে। সে পারস্যিক তমুদ্দুনের কথা বলে। তার পারসোর কানেকশনের কথা বলে।"[২১]

সিরাজের সেনাপতিবর্গ তথা ঘনিষ্ঠ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রে পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাবের পতন ঘটে। বাংলার ইতিহাসে সেই কলঙ্কময় অধ্যায় থেকে বাঙালি মানসে উত্থিত হন এক নায়ক-সিরাজউদ্দৌল্লা। এ প্রসঙ্গে অভিক মজুমদার লিখেছেন,

"এই ধরনের নানা ইশারা বহন করে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তাঁর নায়ক রাবণ এবং মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ। সমুদ্রবাহিত রাম এবং ইংরেজ, স্বাধীন স্বর্ণলঙ্কার ওপর বহিঃশত্রু রাঘবসৈন্যের আক্রমণ, বিভীষণ আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সবই নানা স্তরে জাতীয়তাবাদী জটিল নকশায় সংগুপ্ত রয়েছে। শুধু সিরাজউদ্দৌল্লাই বা কেন, রাবণে বাহাদুর শাহ জাফর মিশে আছেন, মিশে আছেন প্রমীলায় রানি লক্ষ্মীবাই, বীরবাহুতে হয়তো মীরমদন আর তাঁতিয়া টোপি। এগুলি কোনো 'অতিপঠন'- এর চিহ্ন নয়, দশরথপুত্রের বদলে রাবণপুত্রের নায়ক হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট হিসেবে হয়তো বর্তমান ছিল অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত এক জাতির শতাব্দীসঞ্চিত ক্রোধ আর দীর্ঘশ্বাস।"[২২]

পলাশী ষড়যন্ত্রের পরে মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে বিশ্বাস শব্দটাই উহ্য হয়ে গিয়েছিল,এবং এই ইতিহাস আশ্রিত নাটকে ব্রাত্য বসু ঠিক সেটাই দেখিয়েছেন। মীর কাশিম ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে বরাবরই প্রতিবাদী ছিলেন। কোম্পানির কাছে মীরজাফরের বকেয়া দেনা পরিশোধের দায়ও তার ওপরে বর্তায়। ক্ষমতা লাভের পর তিনি স্বাধীনভাবে শাসন কাজ পরিচালনায় সচেষ্ট হন। এই সময় পত্রিকায় ইন্দ্রনীলবাবু তৎকালীন সময়ের রাজনীতি, একে অপরের প্রতি ষড়যন্ত্র, অবিশ্বাস,অসৎদের সৎব্যবহার করে ইংরেজরা সাম্রাজ্য বিস্তার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

> "...অখন্ড ভারত ইত্যাদি বলে জাতীয়তাবাদকে উসকে তোলার যতোই চেষ্টা হোক, ইংরেজরা না এলে এই ভূখণ্ড একটি আস্ত দেশের চেহারা নিত কিনা তা নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ রয়েছে। সে সময়ে ছোট, মাঝারি রাজ্যের আঞ্চলিক রাজারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতেন। এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের খারাপ সম্পর্কই ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল। যখনই কেউ তাদের সাহায্য চেয়েছে, তারা সাহায্য করেছে, এবং যুদ্ধশেষে জয়ী রাজাটিকে নিজেদের প্রায় দাসে পরিণত করে তার থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আদায় করেছে। আরও আছে, তা হল ঘুষ গ্রহণ প্রবণতা। ভারতের দেশীয় কর্মচারি থেকে উচ্চ রাজপুরুষ, ঘুষগ্রহণে তাঁদের এক প্রাচীন পরম্পরা রয়েছে। ইংরেজরা চমৎকার স্টাডি করেছিল এইসব প্রবণতা, এবং প্রায় যুদ্ধ না করেই ঘুষ দিয়ে, চাপ প্রয়োগ করে তারা ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। জল মেপে নেওয়া এবং সহজে নদী পার হওয়ার গবেষণায় ষোলো আনা সফল ছিল ব্রিটিশরা।"[২৩]

খ্যাতনামা নাটককার ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' নাটকটির সবচেয়ে করুণ অংশ হল চতুর্থ দৃশ্যটি। বিভিন্ন বাস্তবতায় এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল মীরজাফর। তাঁর চোখের সামনে মিলিয়ে যাচ্ছেন লুৎফুন্নেসা, বজ্রপাতে-মৃত মীরন এবং লন্ডনে রবার্ট ক্লাইভের বার্কলে স্কোয়ারের ভদ্রাসনে। লেফট অফ সেন্টার স্টেজে চোঙ্গাওয়ালা গ্রামোফোনে ইয়োহান সেবাস্তিয়ান বাখের সিমফোনি বাজছে। চেয়ারে গা এলিয়ে বাজনা শুনতে শুনতে সরু ফলার ছুরি দিয়ে নিজের গলার নলি কাটছেন ক্লাইভ। ঢলে পড়ছেন মৃত্যুর কোলে। ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর ক্লাইভ মারা যান এ কথা ইতিহাস বলছে। ইতিহাস বা নাটক, যেকোনো মাধ্যম অবলম্বনে বর্তমানের প্রকৃত 'মীরজাফর' চিনতে পারাটাই আসলে জরুরি। কারণ মৃত মীরজাফর প্রাসঙ্গিক হলেও বর্তমানের কালপ্রবাহে লুক্কায়িত জীবিত মীরজাফর অনেক বেশি ভয়ংকর। 'মীরজাফর' নাটক সম্পর্কে অলোকপ্রসাদবাবু এক সাক্ষাৎকারে ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করছেন- সচরাচর সিরাজউদ্দৌল্লাকে নিয়েই নাটক লেখা হয়েছে বাংলায়। আপনি করেছেন 'মীরজাফর'। এটা কি সেই সময়ের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস চিহ্নিত জরার জন্য? উত্তর আলোচ্য নাটককার বললেন,

> "আসলে, আমার 'মীরজাফর' হচ্ছে বাংলার সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শৈল্পিক ভাষ্য। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে, পোহালে শর্বরী, সেই শর্বরী পোহাল কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ও মৃত্যুতে নয়, তারও সাত বছর পরে, ১৭৬৪-তে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম হেরে যাওয়ার পর। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কিন্তু মীরকাশিম - সেই স্বাধীনতা ভঙ্গুর বা ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও।"[২৪]

নাট্যজগতে প্রখ্যাত নাট্যকর্মী ব্রাত্য বসুর সাম্প্রতিকতম জনপ্রিয় নাটক 'মীরজাফর'। এ নাটকের দুই জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসঙ্গে স্বয়ং ব্রাত্য বসু ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে লিখেছেন, -

> "...আমার দুই বিখ্যাত অভিনেতা বন্ধু গৌতম হালদার ও কাঞ্চন মল্লিক এতে অভিনয় করেছেন। গৌতম হালদার তাঁর 'মুডবদল' চরিত্র নির্মাণে যে টেকনিক নিলেন তা আমার কাছে মার্লোন-এর সেই গল্পের স্মৃতি আবার ফিরিয়ে আনল। বস্তুত মীরজাফর বলতেই বঙ্গসমাজে যে কুচক্রী, বিশ্বাসঘাতক অনুষঙ্গ চলে আসে, নাটকটির চরিত্রায়ণ মোটেও সেরকম একপেশে নয়। তার নানান স্তর, বাঁক ও যাকে বলে পরিস্থিতিপ্রসূত 'মুডবদল' আছে। নির্মাণের গোড়ার দিকে ওই বদলগুলি ধরিয়ে দেওয়া বা বলে দেওয়া হয়তো বা সহজ, কিন্তু তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে সাঙ্গীকৃত করার কাজটি শুধু জটিল নয়, দুরূহ। গৌতম দেখলাম সেই মনটিতে নিজেকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে মনকে একই সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হয় আবার পরক্ষণেই ছেড়ে দিতে হয়। ক্ল্যাসিকাল গরিমায় উদবেজিত হতে হয় আবার নাশকতার বিনির্মাণে মেতে উঠতে হয়।"[২৫]

ব্রাত্য বসু সাহিত্যিকর্মের দিক থেকে এই নাটক ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। আবার তাঁর নির্দেশনায় এই নাটকের প্রযোজনাকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। 'মীরজাফর' - এর প্রাচ্য ইসলামিক আরবি পরিমণ্ডলের সমানুপাতিক সঙ্গীত প্রয়োগ তাঁর পৌঁছেছে, তা তুলনারহিত। কলকাতা 'ক্যানভাস থিয়েটারি মাসকাবারি' পত্রিকায় ডিসেম্বর ২০১৮ সালে 'মীরজাফর' নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে লিখেছে,

> "...বাণিজ্যবান্ধব মরাঠি থিয়েটারের রকমসকম যে ব্রাত্যকে নাড়া দেয় এটা বুঝতে পারি। ...উৎপল দত্তের গ্র্যান্ড থিয়েটারের পরম্পরাভুক্ত হবার বাসনা তাঁকে বিচলিত করে জানি। মীরজাফর তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছে। দীনেশ পোদ্দারের আলোর কারসাজিতে ইদানীং শিল্পের ঘরে ঘাটতি পড়ছে, শুভদীপ গুহকেও দেখলাম ইলা গূঢ়েষা-র সংগীত আয়োজনের পুনরাবৃত্তি করতে। দিশারী চক্রবর্তীর আবহ নির্মাণ আর সুমিত কুমার রায়ের নৃত্যনির্মিতির চকিৎ চঞ্চল গতি মীরজাফর-কে কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় পৌঁছে দিল। মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত ইংরিজি তরজমা তাকে অবাঙালি দর্শকের আদরের কাঙাল করল।"[২৬]

> 'Eminent educationist Bhaswati Chakraborty wrote about the sense of cultural interaction in the play 'Mirzafar', she wrote, - "Haider's Mir Jafar is matched by the cool hypocrisy of his 'gora beta'- Bratya Basu as Clive oozing confidence, ambition and contempt till it is, enigma tically, time for him to go. The era is caught, among other things, by many tongues, Urdu, English, Bengali from Dhaka, while Shubhadeep Guha's music with songs sung by Raghab Chattopadhyay and Joyoti Chakraborty deepen the sense of cultural Interaction. Partho Majumder's versatile stage turns from court to graveside in a moment. And pitted against the court's dazzle and debauchery is the gleaming figure of Siraj's widow, Lutfunnesa, a role Poulami Basu plays with finesse and restrained passion. Her dignified yet seductive presence holds still while MirJafar and Meeran caper around her in amorous rivalry in the play's funniest scene. She is dream and reality, grief and revege, the play's poetic and moral crux.''[২৭]

এই নাটকের মীরজাফর চরিত্র প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভাস্করবাবু, ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করেছেন- 'মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক' বইটির জন্য সাহিত্য অকাদেমি পেলেন আপনি। এর আগে 'সংবাদ প্রতিদিন' - এর 'ছুটি' ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত আপনার একটি সাক্ষাৎকারে কথা হয়েছিল মিরজাফর নিয়ে (৪ নভেম্বর, ২০১৮)। সেখানে আপনি বলেছিলেন, অতীত ইতিহাস খুঁড়তে খুঁড়তে আপনি মিরজাফরের কাছে আসেননি, বর্তমান থেকে পশ্চাৎমুখী হাঁটতে হাঁটতে আপনি মিরজাফরকে পেয়েছিলেন। বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে 'মিরজাফর' শব্দটিকে কীভাবে দেখবেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন,

> "মিরজাফর আমার নাটকে অ্যান্টি-হিরো। বাংলা নাটকে, খুব সংগত কারণেই, সিরাজকে সবসময় বন্দনা করা হয়েছে। সিরাজ আমাদের শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁর পতনের নেপথ্যে নিশ্চিতভাবে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা একটা বড় কারণ। কিন্তু তার মনের কী অবস্থা ছিল, কী দ্যোতনা ছিল, কী টানাপোড়েন ছিল— তা আমি আমার নাটকে ধরতে চেয়েছিলাম। আর, সাম্প্রতিকে বাংলার রাজনীতিতে কীভাবে 'মিরজাফর' - চর্চা হয়েছে, তা তো আমরা দেখেইছি। আমি কিন্তু প্রচারে গিয়ে বারবার বলেছিলাম একটা কথা যে, যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন, তাঁদের আপনারা 'মিরজাফর' বা বিভীষণ' বলবেন না, কারণ ঐতিহাসিক ভাবে এরা জয়ী হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আধুনিক কালের মিরজাফররা হারবেই।"[২৮]

Reference :

১. https://bengali.abplive.com/news/states/bratya-basu-to-receive-sahitya-akademi-for-his-book-mir-jafar-o-onyanyo-natok 856412

২. https://bangla.hindustantimes.com/nationandworld/bratyabasu-nominated-for-sahitya-akademi-award-31640860566577.html

৩. বসু, ব্রাত্য (সম্পাদক), ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলা থিয়েটার’, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১ম প্রকাশ ১৫ আগস্ট ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৩৬

৪. মুখোপাধ্যায়, সম্রাট, ‘এবার ব্রাত্যর মীরজাফর’, আজকাল পত্রিকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, কলকাতা।

৫. চট্টোপাধ্যায়, অলোকপ্রসাদ, ‘আমি নিয়তিতে বিশ্বাস করি’, আজকাল পত্রিকা, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, কলকাতা।

৬.http://www.wbnsou.ac.in/student_zone/eresources/study_material/bdp/SHIPaperII Module1-4.pdf

৭. লেট, ভাস্কর, ‘থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব, এবার সিনেমা বানাবো', সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ছুটি রবিবার ৪ নভেম্বর ২০১৮, কলকাতা।
https://epaper.sangbadpratidin.in/epaperpdf/epaper/2018-11/5bde53de30d93.pdf

৮. নিজস্ব সংবাদদাতা, ‘পলাশী থেকে বক্সার’, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, কলকাতা।

৯. বসু, ব্রাত্য, ‘মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ বৈশাখী ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ১০০

১০. তদেব, পৃ. ১০১ - ০২

১১. তদেব, পৃ. ১০৬ - ০৭

১২. https://www.banglaquiz.in/2023/07/22/nawabs-of-bengal/

১৩. বসু, ব্রাত্য, ‘মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ বৈশাখী ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ১০৮-১১

১৪. বসু, ব্রাত্য (প্রধান সম্পাদক), ‘ব্রাত্যজন নাট্যপত্র’, কালিন্দী ব্রাত্যজন, ষোড়শ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ২৫০

১৫. ধর, নির্মল, ‘সুসংবদ্ধ প্রযোজনা’, সংবাদ প্রতিদিন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, কলকাতা।

১৬. বসু, ব্রাত্য, ‘মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ বৈশাখী ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ১১৩

১৭. লেট, ভাস্কর, ‘থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব’, এবার সিনেমা বানাবো', সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ছুটি রবিবার ৪ নভেম্বর ২০১৮, কলকাতা।
<https://epaper.sangbadpratidin.in/epaperpdf/epaper/2018-11/5bde53de30d93.pdf>

১৮. বসু, ব্রাত্য, ‘মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ বৈশাখী ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ১২৬-২৮

১৯. সাহা, অর্ণব, ‘বসু নাট্য মন্দির’, সংবাদ প্রতিদিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, কলকাতা।

২০. বসু, ব্রাত্য, ‘মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ বৈশাখী ১৪২৬, কলকাতা, পৃ. ১৩৯ - ৪০

২১. লেট, ভাস্কর, 'থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব, এবার সিনেমা বানাবো', সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ছুটি রবিবার ৪ নভেম্বর ২০১৮, কলকাতা।
<https://epaper.sangbadpratidin.in/epaperpdf/epaper/2018-11/5bde53de30d93.pdf>

২২. বসু, ব্রাত্য (সম্পাদক), 'স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলা থিয়েটার', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১ম প্রকাশ ১৫ আগস্ট ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৩৬

২৩. শুক্লা, ইন্দ্রনীল, 'পলাশী নয়, বক্সারে পতন বাংলায় শেষ নবাবের', এই সময়(অন্য সময়), ০১ মার্চ ২০১৯, কলকাতা।

২৪. চট্টোপাধ্যায়, অলোকপ্রসাদ, 'আমি নিয়তিতে বিশ্বাস করি', আজকাল পত্রিকা, ২৯ সেপ্টম্বর ২০১৮, কলকাতায়।

২৫. বসু ব্রাত্য, 'গদ্যসংগ্রহ', মীরজাফরঃ দুই অভিনেতা, দে'শ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ৪১৯

২৬. ভৌমিক, অংশুমান (সম্পাদক), 'এ নাটকে কোনো বিরতি নেই', মৌহারি প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১১৩ - ১৪

২৭. Bhaswati, 'Traitors in history and art', The Telegraph, 17 November 2018, Kolkata.

২৮. লেট, ভাস্কর, 'আধুনিক কালের মীরজাফররা হারবেই', সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১, কলকাতা।